সব স্মৃতি

- তখন ম্যানচেস্টারে ঘড়িতে প্রায় রাত 2 টো । সৌমিক সবে তার 'study table' এর লাইট অফ করে নিজের বিছানার দিকে এগিয়েছে ঠিক সেই সময় বাইরে প্রবল বজ্র বিদ্যুৎ সহ ঝড়ো হাওয়া তার জানলায় এসে আঘাত করলো। বৃষ্টি বড়োই প্রিয় সৌমোক এর তাই সে আর দেরি করলো না রান্না ঘর এ গিয়ে ব্ল্যাক কফি বানিয়ে নিয়ে এসে ব্যালকনি তে এসে বসলো। সেই দিনের বৃষ্টি মাখা আবহাওয়ায় ব্ল্যাক কফি তে চুমুক দিয়ে নস্টালজিয়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়লো সৌমিক। ছোট বেলার কথা, স্কুল কলেজে ফেলে আসা স্মৃতি থেকে শুরু করে আরো কত কথা মনে পরতে লাগলো সৌমিকের। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর টা যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ছিলো। ছোটো বেলা থেকেই মেধাবী ছিলো সৌমিক বরাবরই ফার্স্ট হয়ে আসা ছেলেটা সবার খুবই প্রিয় ছিল। সেই রাতে সৌমিক 'social media' তে সব বন্ধু দের প্রোফাইল স্টক করতে থাকলো কত স্মৃতি কত আনন্দ কত কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল তার। সৌমিক 'social media' ব্যাবহার করছে প্রায় তিন বছর কিন্তু এই তিন বছরে সৌমিক যার প্রোফাইল খুঁজে বেড়াচ্ছে তার প্রোফাইল খুঁজে পাইনি। যার জন্য কলেজ জীবনের সব দিন সে নতুন করে অনুভব করতো , যার জন্য সে জীবনের প্রথম অগোছালো ভাবে একটা প্রেম পত্র লিখেছিল, যার সাথে কাটানো ছয় বছরের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত গুলো মনে পরলে আজও তার চোখে জল আসে বৃষ্টি ভেজা রাতে তার কথাটাই বার বার মনে পড়ছিল সৌমিকের। হ্যা সৌমিক কখনো আর তার অনিন্দিতা কে খুঁজে পায়নি, হয়তো খোঁজার চেষ্টা ও করেনি যার সাথে সে ৬বছরের সব সম্পর্ক শেষ করে তাকে কষ্ট দিয়ে তাকে কিছু না বলেই ম্যানচেস্টারে নিজের সফল ভবিষ্যৎ খুঁজে নিতে এসেছে। কষ্ট হলো সৌমিকের সারারাত ঘুমোতে পারলোনা ভাবলো কাল সকালেই রৌনক কে ফোন করে অনিন্দিতার খোঁজ নেবে কেমন আছে অনিন্দিতা একবার সাহস করে জিজ্ঞেস করবেই সারা রাত শুধু অনিন্দিতা র কথা ভাবতে ভাবতে ঘড়িতে কখন ৬.৩০ বেজে গেছে খেয়াল নেই সৌমিক কের। সৌমিক ফোন করলো রৌনকে জিজ্ঞাসা করলো অনিন্দিতার কথা কিন্তু কথা টা শুনে রৌনক কেমন যেন বারবার এড়িয়ে যাচ্ছিল। খুব জোর করলো সৌমিক রৌনক কে সব কথা বলার জন্য। রৌনক সেইদিন সেই অহংকারী সৌমিক কে চিনতে পারছিল না সে ভাবছিল আজও সৌমিক তার অনিন্দিতা কে আগের মতোই ভালোবাসে বাধ্য হয়েই সব কথা সৌমিক কে বলে দিলো রৌনক

"যেইদিন তুই কলেজে সবার সামনে সবকিছু শেষকরে অনিন্দিতার হাত ছেড়ে চলে গিয়েছিলি। সেইদিন অনিন্দিতা কান্নায় ভেঙে পড়েছিল শান্ত করা যাচ্ছিল না ওকে। তার পর থেকেই নিজেকে নিয়েই থাকতো খুব বদলে গিয়েছিল চেনাই যেত না ওকে। তুই জানিস অনিন্দিতা মামা মামী র কাছে মানুষ ওর মামা মামী ওর বিয়ে দেবার জন্যে রোজ ওর সাথে অশান্তি করতো অনিন্দিতা নিজের পড়াশুনা নিয়ে থাকতে চেয়েছিল কিন্তু ওকে দেওয়া হয়নি। একদিন ওর মামা ওর সাথে খুব অশান্তি করে ওর বিয়ে ঠিক করে দেয়া। বিয়ের আগের দিন আমাদের ফোন করেছিলো অনিন্দিতা তোর খোঁজ নিচ্ছিলো কেমন আছিস তুই খোঁজ নিচ্ছিলো আমাদের কাছে। বিয়ের দিন রাতে ... অনিন্দিতা আত্মহত্যা করে। অনিন্দিতা আর নেই রে।

ফোনের কথা গুলো বিশ্বাস করতে পারছিল না হাত থেকে ফোন টা পড়ে গেলো। সৌমিক নিজেই নিজকে ক্ষমা করতে পারছিল না। কান্নায় লুটিয়ে পড়ল বিছানায় সৌমিক রৌনকের ফোন কেটে গিয়েছিল তখন রৌনক সব

বুঝতে পেরে বারবার ফোন করতে থাকে সৌমিক কে কিন্তু সৌমিক আর ফোন তোলে না। শুধু ফোনের রিংটোন বেজেই যায়,

"একা বসে তুমি,

দেখছো কি একই আকাশ?

দিন শেষে তার তারা

গুলো দিবে দেখা ।"